বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ২১/২০২২

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ২১/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	V
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	১
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
৪	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	৭
৫	শব্দ সংক্ষেপ	৯
	অধ্যায়-২	
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৫

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority এবং Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের ওপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৬ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ ঃ ______ বঙ্গাব্দ।
৫/৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য ঃ

এই রিপোর্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর অধীন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদিকে অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

মোংলা বন্দর খুলনার অন্যতম আকর্ষণ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর তাই দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বন্দর ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর বৃটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ “The City of Lyons” সুন্দরবনের মধ্যে পশুর নদীর জয়মনিগোল নামক স্থানে নোঙ্গার করে। এটাই ছিল মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। এরপর ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ জয়মনিগোল থেকে ১৪ মাইল উজানে চালনা নামক স্থানে এ বন্দর স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এ বন্দরের কার্যক্রম চলে। পরে স্যার ক্লাইভ এংনিস পশুর ও শিবসা নদী জরিপের জন্য আসেন দীর্ঘ বিস্তৃত জরিপের পর তিনি তার রিপোর্টে বন্দরকে চালনা থেকে সরিয়ে মোংলায় প্রস্তাব করে। চালনা থেকে ৯/১০ মাইল ভাটিতে মোংলা নদী এবং পশুর নদীর মিলন স্থলে ছিলো ‘‘মোংলা’’। এখানে নদীর নাব্যতাও ছিল বেশি। সুবিস্তৃত স্থলভাগ ও বন্দর নির্মাণের জন্য ছিল উপযোগী। উপর্যুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের ২০শে জুন এ বন্দরকে সরিয়ে মোংলা নামক স্থানে নিয়ে আসা হয়। বন্দর যখন চালনা বন্দর ছিল তখন এটা ছিল একটা অচেনা গ্রাম। নাম ছিল শ্যালাবুনিয়া। তবে বন্দর স্থানান্তরের পরেই ঘটে তার পরিবর্তন। একটা অচেনা ক্ষুদ্র গ্রাম পায় আন্তর্জাতিক পরিচিতি। মোংলা নদীর তীরে স্থাপন হওয়ায় এ বন্দরের নাম হয় মোংলা। জনশূন্য এলাকায় মুখরিত হয়ে ওঠে জনকলরবে। একটি সরকারি অধিদপ্তর হিসাবে যাত্রা শুরু করে এবং মে ১৯৭৬ সালে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামক একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং পুনরায় ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে এটি নাম পরিবর্তনপূর্বক "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ" হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসামান্য সমাহার সুন্দরবনের কূল ঘেষে সমুদ্র থেকে ১৩১ কি.মি. উজানে এবং বিভাগীয় শহর হতে ৪৪ কি.মি. দক্ষিণে বাগেরহাট জেলাস্থ পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা নালা ও পশুর নদীর মিলনস্থলে অক্ষাংশ ২২.২৯.৩২’ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৯.৩৫.৫৭’ পূর্বে মোংলা বন্দর অবস্থিত। বন্দরের প্রধান কার্যালয় মোংলায় এবং বিভাগীয় শহর ঢাকা ও খুলনায় অফিস রয়েছে। মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর।

জনবল কাঠামো :

বন্দর ব্যবস্থাপনা ও বন্দর প্রশাসন একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করা হয়।

মোট বিভাগ রয়েছে- ১২টি।
অনুমোদিত জনবল -২৭৯৭ জন।
বিদ্যমান জনবল - ১০২৩ জন।
শূন্যপদ -১৭৭৪ টি।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম ঃ

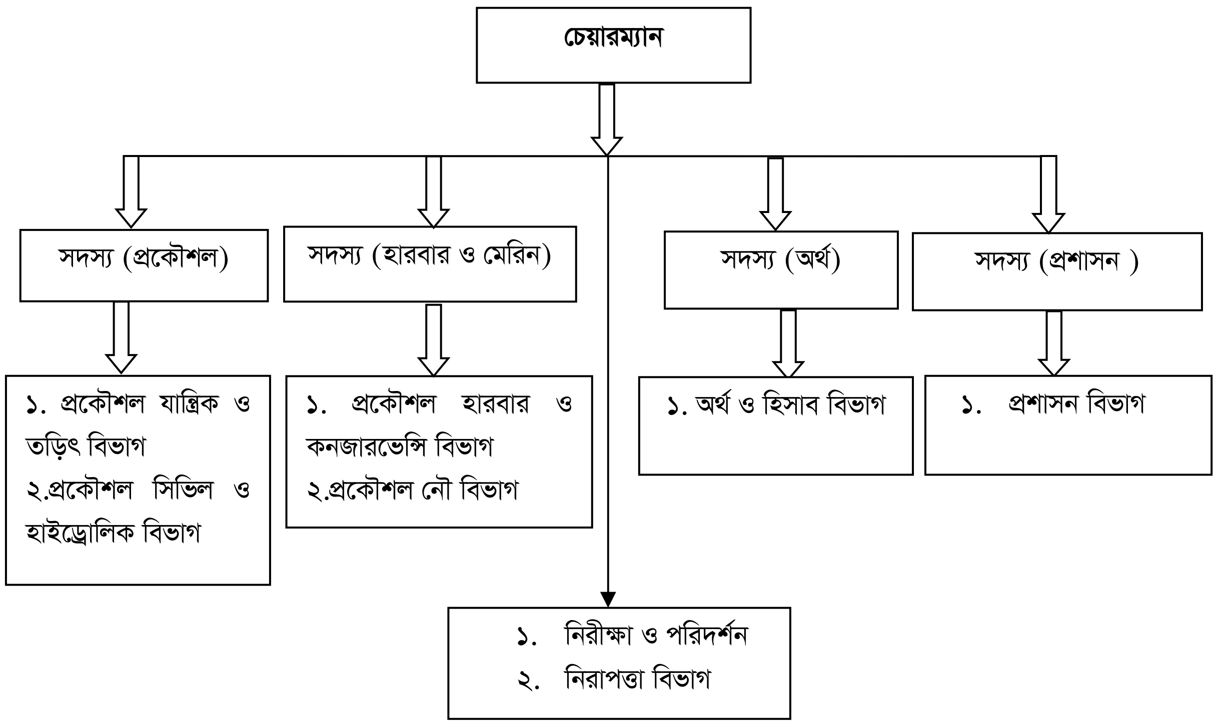

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান;
- বন্দর অধিক্ষেত্রে জাহাজ বার্দিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ;
- মালামাল গ্রহণ, হ্যান্ডলিং, শিপমেন্ট, সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনা;
- বার্দ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে স্টিভিডোরিং ও শোর হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- সার্বক্ষণিকভাবে কার্গো/কন্টেইনারসমূহ গ্রহণ, সরবরাহ ও জাহাজীকরণ;
- ট্রান্সশিপমেন্ট/পুনঃ জাহাজীকরণ;
- বাল্ক কার্গো ও কন্টেইনারের সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ সুবিধা;
- লেস কন্টেইনার লোড এর জন্য কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সুবিধা;
- বহিঃ নোঙ্গরে সার্বক্ষণিক ডেলিভারী সুবিধা;
- স্টেক হোল্ডার/বন্দর ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স/অনাপত্তিপত্রের বীমা/নবায়নকরণ;
- সার্বক্ষণিক পাইলটেজ সুবিধা;
- নৌ-চ্যানেলে জাহাজ চলাচলে সহায়তা প্রদান;
- বেতার নিয়ন্ত্রণসহ বার্দিং/আনবার্দিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- বহি: নোঙ্গর ও জেটিতে অবস্থানরত জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ;
- প্রয়োজনে টাগ বোট, মুরিং বোট, বয়া, লিফটিং ভেসেল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা;
- নিরাপত্তা এবং আই এস পি এস কোড সংশ্লিষ্ট সকল সহায়তা প্রদান;
- জাহাজডুবির ক্ষেত্রে উদ্ধার কাজ সম্পাদন;
- বৈদেশিক জাহাজ ও ক্রুদের নিরাপত্তা বিধান করা;
- বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্য টাইডাল ও পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের সুযোগ;
- নৌ-চ্যানেল হতে পলি ও বালি অপসারণের জন্য বাইরের এজেন্সী/সংস্থাকে ড্রেজিং এর অনুমতি প্রদান;
- বিভিন্ন সংস্থাকে খনন ও জরিপ কাজে সহায়তা করা;
- বন্দরের কৃষি, অকৃষি এবং বাণিজ্যিক ভূমির লাইসেন্স/ইজারা/ভাড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাহাজ বার্দিং, লোডিং ও ডিসচার্জ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন;

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

- বন্দরের আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহনের সেবার মানোন্নয়ন।
- বন্দরের কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা/স্টোরেজ বৃদ্ধি ও পণ্য ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে ওভার ফ্লো ইয়ার্ডের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- সার্বক্ষণিকভাবে কার্গো/কন্টেইনারসমূহ গ্রহণ, সরবরাহ ও জাহাজীকরণ এবং পুনঃ জাহাজীকরণ।

প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মোট আয়-ব্যয়

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		
	২০১৮-২০১৯	**২০১৯-২০২০**
আয়	৩২৯০৯.১৪	৩৩৮১৬.০৮
রাজস্ব ব্যয়	১৯৬১১.৫৩	২২১০১.০৩
মূলধন ব্যয়	৮০৮১.১৬	৮৩৮৫.০১

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

অডিটের পরিধি :

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং মূলধন ব্যয় নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর ১২টি বিভাগকে ঝুঁকির ধরণ বিবেচনা করে ০৬টি বিভাগ উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন, ০৩টি বিভাগ মধ্যম ঝুঁকি সম্পন্ন এবং ০৩টি বিভাগ নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Delegation of Financial Power অনুযায়ী অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- এনবিআর কর্তৃক জারীকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Tarrif Manual অনুযায়ী আয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

অডিটের কৌশল :

আলোচ্য অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ম্যাটেরিয়ালিটির বিষয়টি Judgemental ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নিরীক্ষকের Professional Judgemental এর ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে Transaction এর সংখ্যাবাচক (i.e., value) ও গুণবাচক (i.e., context & nature) বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি বিভাগের Transaction ডাটা বিশ্লেষণের পর এবং Sampling এর ক্ষেত্রে যে সকল ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল Risk Factor অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার সময়ে লেনদেনের প্রকৃতি এবং Content বিবেচনায় গুণবাচক Materiality নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এখানে নির্ধারিত সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি শুধুমাত্র মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও খরচের প্রকৃতি, High Value Transaction, বছরান্তে (মে/জুন মাসে) সংগঠিত ব্যয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নমুনায়ন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল :

১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ১৯ জানুয়ারি ২০২১।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার অধীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর অধীন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৬টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ৪৩,৮০,৪৪,৩৭০ (তেতাল্লিশ কোটি আশি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশত সত্তর) টাকা।

এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- পিপিআর-২০০৮ এর লঙ্ঘন।
- সিপিডব্লিউ-এ কোড এর প্যারা লঙ্ঘন
- চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ব্যত্যয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) লঙ্ঘন।
- বন্দর অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর লঙ্ঘন।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯৭।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয় প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অকার্যকর হাইস্পীড বোট ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	৪,৮১,০০,০০০.০০
২.	বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া বাবদ টাকা আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৩,১৫,০৫,৭৭১.০০
৩.	নিলামকৃত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ১৫% হারে পোর্ট চার্জ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি	৫,৪৫,১৮,৯৩১.০০
৪.	বরাদ্দকৃত জমির ভাড়া, বার্দিং চার্জ, পোর্ট ডিউটি, সংরক্ষণ চার্জ, লাইসেন্স ফি এবং নিলামে বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট ও জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৩৫,০৭,২০৮.০০
৫.	লীজ/ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায় আদায়যোগ্য জরিমানা	৩২,৭৩,৯৪০.০০
৬.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ২৮.৮৪ একর জমি বেদখল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	২৯,৭১,৩৮,৫২০.০০
	মোট =	**৪৩,৮০,৪৪,৩৭০.০০**

(কথায়ঃ তেতাল্লিশ কোটি আশি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশত সত্তর)

শব্দ সংক্ষেপ

BOQ	:	Bill of Quantity
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPP	:	Development Project Proposal
FCL	:	Full Container Load
GCC	:	General Conditions of Contract
IT	:	Income Tax
LC	:	Letter of Credit
LCL	:	Less Container Load
NOA	:	Notification Of Award
PCC	:	Particular Conditions of Contract
PPR	:	Public Procurement Rules
PSI	:	Pre-Shipment Inspection
SRO	:	Statutory Regulatory Order
TEC	:	Tender Evaluation Committee
VAT	:	Value Added Tax
মবক	:	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম: চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অকার্যকর হাইস্পীড বোট ক্রয় বাবদ ৪,৮১,০০,০০০ (চার কোটি একাশি লক্ষ) টাকা বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন হারবাল এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগের "ভ্যাসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম" (ভিটিএমআইএস) শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অকার্যকর হাইস্পীড বোট ক্রয় বাবদ ৪,৮১,০০,০০০ টাকা বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ভ্যাসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম শীর্ষক প্রকল্পে ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র নং-১৮.১৪.০১৫৮.৩১০.০৭.২৩৭(১).১৮-১৯; তারিখঃ ১৭/০৫/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, একটি হাইস্পীড বোট ক্রয়ের জন্য মের্সাস জাহানারা ট্রেডিং কোম্পানী, ঢাকা এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ২৮/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ ও ২১/০৭/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে PSI সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে হাইস্পীড বোটটি ২১/১০/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মোংলা বন্দরে পৌঁছালে চালানের মাধ্যমে নৌ কঞ্জারভেন্সী ভান্ডারে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হয়। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুচ্ছেদ নং 2(h) মোতাবেক ১২ সপ্তাহ অথবা PSI হতে ১০ সপ্তাহের মধ্যে বোটটি সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। উপরন্তু ১৯/১২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে গুণগতমান পরীক্ষায় কমিটির নিকট বোটটির টেস্ট ট্রায়ালে যান্ত্রিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তদপ্রেক্ষিতে বোটটির ৩টি ব্লক পরিবর্তন করার পরেও যান্ত্রিক ত্রুটি নিরসন হয়নি। অদ্যাবধি বোটটি বুঝে নেয়া হয়নি। বোটটি অচল অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ ১৪/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে উক্ত বোটটির চুক্তি মূল্যের ৫০% বা ৪,৮১,০০,০০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। ফলে ঠিকাদার কর্তৃক অচল বোট সরবরাহ দিয়ে চুক্তির শর্ত পরিপালন করা হয়নি এবং ৫০% অর্থ পরিশোধ করায় সংস্থার ৪,৮১,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১]**

অনিয়মের কারণ:

চুক্তিপত্রের শর্ত 2(h): (Price Schedules & Schedule of Requirement) এর [12 (twelve) weeks from the date of Contract signing or 10(ten) weeks from PSI which ever is later.] পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

হাইস্পীড বোটটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক পিএসআই সম্পন্ন করা হয়েছে। পিএসআই রিপোর্ট চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিকট দাখিল করা হয়। হাইস্পীড বোটটি মোংলায় শিপমেন্ট হলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চালান দাখিল করে চুক্তি মোতাবেক ৫০% বিল মবকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাইস্পীড বোটের বিল পরিশোধের সময় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত ১০% হারে রক্ষিত আছে। এছাড়া ঠিকাদার বোটটি সচল অবস্থায় বুঝিয়ে না দেওয়ায় ৫০% বিল অপরিশোধিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনার কারণে ইতালী থেকে প্রকৌশলী আসতে না পারায় অদ্যাবধি বোটটি সচল করে ঠিকাদার বুঝিয়ে দিতে পারেনি। ঠিকাদারকে জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের মধ্যে বোটটি সচল অবস্থায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বোটটি মবককে সচল অবস্থায় টেস্ট/ট্রায়াল করে মবক দ্বারা Acceptence হলে অপরিশোধিত ৫০% বিল পরিশোধ করা হবে এবং Acceptence এর পর চুক্তি অনুযায়ী ১ বছর ওয়ারেন্টি শুরু হবে। পরবর্তীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব: ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইসফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ক্রয়কৃত হাইস্পীড বোটটি পিএসআই কর্তৃক টেস্ট ট্রায়ল করে সচল অবস্থায় শীপমেন্ট করা হয়।

০৫/১০/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব হাইস্পীড বোটটি দেশে আসার পর Acceptance Committee কর্তৃক টেস্ট ট্রায়ালে যান্ত্রিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তদনুযায়ী সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যান্ত্রিক ত্রুটিগুলো মেরামতের পর বোটটি সচল করা হয়েছে এবং বোটটি পুনরায় টেস্ট ট্রায়াল Acceptance Committee কর্তৃক গৃহিত হওয়ার পর তা সংশ্লিষ্ট নৌ-কঞ্জারভেন্সী ভান্ডারে এমআরআর নং-২৯৬২; তারিখঃ ২৭/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে ভান্ডার খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ স্থানীয় অফিসের জবাবে হাইস্পীড বোটটি সচল অবস্থায় বুঝে না দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ৫০% পরিশোধপূর্বক অচল বোট গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০/০১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রাপ্ত জবাবের প্রেক্ষিতে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর হতে বাস্তব যাচাই করা হয় এবং বাস্তব যাচাইয়ে হাইস্পীড বোটটি স্টিয়ারিং এ সমস্যা থাকার কারণে টেস্ট ট্রায়াল করে দেখা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প পরিচালক স্টিয়ারিংটি সচল করার পর বিষয়টি নিশ্চিত করবেন বলে জানান। অর্থাৎ অদ্যাবধি হাইস্পীড বোটটি সম্পূর্ণভাবে সচল হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

ক্রয়কৃত হাইস্পীড বোটটি অচল অবস্থায় গ্রহণ করায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম: বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট জমি ও ফ্ল্যাট ভাড়া বাবদ ৩,১৫,০৫,৭৭১ (তিন কোটি পনেরো লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা আদায় না হওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উপ-ব্যবস্থাপক, সম্পত্তি শাখার ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট জমি ও ফ্ল্যাট ভাড়া বাবদ ৩,১৫,০৫,৭৭১ টাকা অনাদায়ী থাকায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উপব্যবস্থাপক সম্পত্তি শাখায় নিরীক্ষাকালে সরবরাহকৃত বিভিন্ন রেজিস্টার, স্টেটমেন্ট, বকেয়া তালিকা, আয়-ব্যয় হিসাব ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট মবক ভাড়া বাবদ পাওনা ৩,১৫,০৫,৭৭১ টাকা আদায় করেনি। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯৭ এর অনু-০৯ এ বরাদ্দকৃত ভূমির জন্য উন্নয়ন ব্যয় ও ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা (খ) তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, "ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ৩ (তিন) বছরের ভাড়া এককালীন অগ্রীম পরিশোধ করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ভাড়া বছরের প্রথম মাসে অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে"। কিন্তু এক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার ভাড়া আদায়ের নির্দেশনা অনুসরণ না করে ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে জমি ও ফ্ল্যাট ভাড়া বাবদ অর্থ যথাসময়ে আদায় না করায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিপুল পরিমাণ অর্থ দীর্ঘকাল যাবৎ বকেয়া রয়েছে। এছাড়াও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ভাড়া আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২**]।

অনিয়মের কারণ:

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯৭ এর অনু-০৯ (খ) অনুযায়ী ভাড়া আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

পরিশিষ্টে বর্ণিত ১০টি প্রতিষ্ঠানের সাথে বরাদ্দকৃত কক্ষ/অফিস/ফ্ল্যাট/জায়গার অনাদায়ী ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, পত্র যোগাযোগসহ অন্যান্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ১৯৯৭ এর অনু-৯ অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ৩ (তিন) বছরের ভাড়া এককালীন অগ্রীম পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ভাড়া বছরের প্রথম মাসে অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে।

এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে AIR হিসেবে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ নিলামকৃত পণ্যের মূল্যের ১৫% পোর্ট চার্জ আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের ৫,৪৫,১৮,৯৩১ (পাঁচ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার নয়শত একত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিচালক, ট্রাফিক বিভাগের ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিলামকৃত পণ্যের মূল্যের ১৫% পোর্ট চার্জ আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের ৫,৪৫,১৮,৯৩১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিচালক ট্রাফিক বিভাগের ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আমদানিকৃত গাড়ি নিলাম সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত গাড়ি যথাসময়ে খালাস না করার কারণে নিলামে বিক্রয় করা হলেও পোর্ট চার্জ যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি। কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ধারা-২০১ অনুযায়ী (ক) বিক্রয় সংক্রান্ত খরচাদি মিটাতে হবে (খ) উক্ত পণ্য বাবদ পরিশোধযোগ্য ভাড়া অথবা অন্যান্য খরচাদি যে ব্যক্তির হেফাজতে পণ্য রয়েছে তাকে উক্তরূপ খরচ সম্পর্কে নোটিশ দেয়া হয়ে থাকে তাহলে পরিশোধ করতে হবে। (গ) উক্ত পণ্য সম্পর্কিত শুল্ক কর, অন্যান্য কর এবং সরকারি দেনা পরিশোধ করতে হবে। (ঘ) পণ্যের হেফাজতকারীকে প্রদেয় খরচ পরিশোধ করতে হবে। বাকি অর্থ মালিককে প্রদান করতে হবে। এছাড়াও মোংলা কাস্টম হাউজ কর্তৃক প্রণীত নিলাম অনুষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিক্রিত পণ্যের উপর ১৫% হারে পোর্ট চার্জ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫% হারে পোর্ট চার্জ আদায় না করায় ৫,৪৫,১৮,৯৩১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩**]।

অনিয়মের কারণঃ

কাস্টমস আইন ১৯৬৯ এর ধারা-২০১ এবং মোংলা কাস্টম হাউজ কর্তৃক নিলামের নীতিমালা স্থায়ী আদেশ নং-০১/১৪ তারিখঃ ১০/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি এবং মোংলা কাস্টম হাউসের আদেশ মোতাবেক কাস্টম কর্তৃক নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থের ওপর মবকের প্রাপ্য অংশ সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে ১৫% এবং কন্টেইনারজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ২০% গত ১৭/০২/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করে। ১৭/০২/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের পর উক্ত নিয়ম অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ না করে কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ২০১ (ডি) অনুসরণ করে নিলামলব্ধ পণ্যের সমস্ত খরচ মিটানোর পর অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ কাস্টমস AvBb, ১৯৬৯ এর ২০১ (বি) ধারা অনুযায়ী পরিশোধের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সময় সভা এবং পত্র যোগাযোগ হয়েছে। গত ৩১/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য বলা হয়। ২৩/০৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিপরীতে বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ পরিশোধের নিমিত্ত আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা কর্তৃপক্ষকে ২৭/৯/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক বন্দরের হিস্যা পরিশোধের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট ০৩/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আইন সংশোধনের পর বন্দরের বকেয়া প্রাপ্য অর্থের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কেননা কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ২০১(২) এর নির্দেশনা মোতাবেক বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল পাওনা আদায় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে AIR হিসেবে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

নিলামকৃত পণ্যের বিক্রয়মূল্য হতে অনাদায়ী সকল পোর্ট চার্জ আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ বরাদ্দকৃত জমির ভাড়া, বার্দিং চার্জ, পোর্ট ডিউটি, সংরক্ষণ চার্জ, লাইসেন্স ফি এবং নিলামে বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট ও জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না হওয়ায় ৩৫,০৭,২০৮ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত আট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উপ-ব্যবস্থাপক সম্পত্তি শাখা, ট্রাফিক বিভাগের রুজভেল্ট জেটি (খুলনা), হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ এবং প্রধান প্রকৌশলী মেরিন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত জমির ভাড়া, বার্দিং চার্জ, পোর্ট ডিউটি, সংরক্ষণ চার্জ, লাইসেন্স ফি এবং নিলামে বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট ও জরিমানার টাকা আদায় না করায় ৩৫,০৭,২০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উপব্যবস্থাপক সম্পত্তি শাখা, ট্রাফিক বিভাগের রুজভেল্ট জেটি, খুলনা, কঞ্জারভেন্সী বিভাগ ও মেরিন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত জমির ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, মাসিক স্টেটমেন্ট, বকেয়া তালিকা, অফিসের বার্দিং চার্জ আদায়, অবতরণ মাশুল সংক্রান্ত রেজিস্টার, মাসিক স্টেটমেন্ট, পোর্ট চার্জ, সংরক্ষণ চার্জ ও লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপব্যবস্থাপক সম্পত্তি শাখা, ট্রাফিক বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বরাদ্দকৃত জমির বিপরীতে ভ্যাট বাবদ ৮,৪৩,২৫০ টাকা বকেয়া রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের রুজভেল্ট, খুলনা অফিসে বার্দিং চার্জের উপর ৯৮,৭৭১ টাকা ভ্যাট এবং অবতরণ মাশুল এর উপর ৭৫,৩৬৭ টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। এছাড়াও কঞ্জারভেন্সী বিভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভ্যাট বাবদ ২১,৩৫,২৪৬ টাকা ও মেরিন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ে জলযান জাহাজ এম এল ঝিনুক ও এম এল চালনা পাইলট-১ এর নিলাম বিক্রয়ের উপর ভ্যাট ও জরিমানা বাবদ ৩,৫৪,৬৬৪ টাকা বকেয়া রয়েছে যা আদায়যোগ্য।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেবা কোড এস-০০৫.২০ অনুযায়ী বন্দরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আয়ের ওপর অর্থাৎ পোর্ট ডিউজ, সংরক্ষণ চার্জ ও লাইসেন্স ফি হতে ১৫% হারে ভ্যাট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ মোতাবেক উৎসে মূসক কর্তনের নির্দেশনা এর সেবা কোড এস-০০৯.০০ অনুযায়ী নিলামকৃত মালামালের ক্ষেত্রে ১০% ভ্যাট আদায়যোগ্য। কিন্তু উল্লিখিত শাখাসমূহের বিপরীতে বিভিন্ন চার্জসমূহ ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আদায় করা হলেও ভ্যাট আদায়ের নির্দেশনা পরিপালন না করে নির্দিষ্ট হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে উপরে বর্ণিত কার্যালয়সমূহে সর্বমোট (৮,৪৩,২৫০+৯৮,৭১১+২১,৩৫,২১৬+৩,৫৪,৬৬৪+৭৫,৩৬৭) = ৩৫,০৭,২০৮ টাকা বকেয়া রয়েছে যা আদায়যোগ্য [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪(১-৫)**]।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮; তারিখঃ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ এর সেবা কোড এস-০০৫.২০ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ক) সম্পত্তি শাখাঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির ভাড়ার বিপরীতে ভ্যাট ও আয়কর জমা প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পত্র জারি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ভ্যাট ও আয়কর বাদে ভাড়া পরিশোধ করছে। বকেয়া ভ্যাট ও আয়কর আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পরবর্তীতে ভ্যাটের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

খ) ট্রাফিক বিভাগঃ রুজভেল্ট জেটি, খুলনা শাখা কর্তৃক রুজভেল্ট জেটিতে বার্দিংকৃত অভ্যন্তরীণ জলযান (লাইটারেজ) এর বিপরীতে ট্যারিফ অনুযায়ী প্রযোজ্য বার্দিং চার্জ আদায়পূর্বক কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা দেওয়া হয়। ইতোপূর্বে অভ্যন্তরীণ জলযান (লাইটারেজ) এর বিপরীতে আদায়কৃত বার্দিং চার্জের ওপর কোন ভ্যাট আদায় করা হয়নি এবং বর্তমানেও আদায় করা হচ্ছে না। খাদ্য বিভাগ কর্তৃক আনীত রুজভেল্ট জেটিতে খালাসকৃত পণ্যের ল্যান্ডিং চার্জ ডিসিএ

খুলনা থেকে চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (খাদ্য), খুলনা এর মারফত ব্যাংক চেকের মাধ্যমে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়।

উক্ত ল্যান্ডিং চার্জের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (খাদ্য), খুলনা চালানের মাধ্যমে সরাসরি ডিসিএ, খুলনায় সংশ্লিষ্ট একাউন্টে জমা প্রদান করত: উহার একটি সত্যায়িত কপি খুলনাস্থ ট্রাফিক বিভাগে প্রেরণ করেন।

গ) হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ : পোর্ট ডিউজ, সংরক্ষণ চার্জ ও লাইসেন্স ফি হতে ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে অত্র সংস্থা অবহিত ছিলনা বিধায় এ বিষয়ে আদায়কৃত চার্জ, ফি, পোর্ট ডিউজ হতে উহা কর্তন করা হয়নি। বর্তমানে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আলোচ্য খাতে আদায়কৃত অর্থ হতে ভ্যাট কর্তন করা হচ্ছে।

ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব : জলযান জাহাজ এমএল ঝিনুক ও এম এল চালনা পাইলট-১ এর নিলাম বিক্রয়ের উপর ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য পত্র নং ১৮.১৪.০১৫৮.৩৩২.৩২.১৮৯.পি-২০-৮৬; তারিখঃ ০৮/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে মবকের অর্থ হিসাব বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলে উক্ত বিভাগ কর্তৃক ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়, কারণ বরাদ্দকৃত জমির ভাড়ার টাকা আদায় করা হলেও ভ্যাট আদায় করা হয়নি। ট্রাফিক বিভাগ, রুজভেল্ট জেটি, খুলনা শাখায় বার্দিং চার্জের ওপর ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। খাদ্য বিভাগের প্রেরিত চালানের কপিতে চালান নম্বর, তারিখ কিংবা ব্যাংকের নাম নেই। এতে প্রমাণিত হয় ভ্যাট কর্তনপূর্বক জমা প্রদান করা হয়নি। এছাড়াও মেরিন বিভাগে ঠিকাদারের নিকট হতে একটি ক্ষেত্রে ১০% এর স্থলে ৭.৫% ভ্যাট আদায়ের টাকা প্রাপ্তি রশিদ পাওয়া গেলেও ভ্যাট জমার কোন চালানের কপি পাওয়া যায়নি। ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে AIR হিসেবে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম: লীজ/ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায় জরিমানা বাবদ ৩২,৭৩,৯৪০ (বত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ :

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উপ-ব্যবস্থাপক সম্পত্তি শাখা এবং পরিচালক ট্রাফিক বিভাগে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে লীজ/ভাড়ার উপর এবং পণ্যাগারে ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায় জরিমানা বাবদ (৩,৬৯,৪৪৪+২৯,০৪,৪৯৬) = ৩২,৭৩,৯৪০ টাকা অনাদায়ী।

নিরীক্ষাকালে সরবরাহকৃত বিভিন্ন রেজিস্টার, মাসিক স্টেটমেন্ট, ট্রেজারী চালান ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সম্পত্তি শাখা কর্তৃক বিভিন্ন মাসে লীজ/ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা এবং ট্রাফিক বিভাগ বিভিন্ন মাসে পণ্যাগারে ভাড়ার বিপরীতে আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে বিলম্বে জমা করেছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮; তারিখঃ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ এর অনুচ্ছেদ ০৬ মোতাবেক "উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হলে উক্ত অর্থ মাসিক ২% সুদসহ তার নিকট থেকে এমনভাবে আদায়যোগ্য হবে, যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। উৎসে কর্তন করার পর সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হলে কর্তনকারী ব্যক্তি, জমা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, কর্তিত অর্থ মাসিক ২% সুদসহ আদায়যোগ্য হবে। উৎসে মূসক কর্তন ও জমাদানে ব্যর্থতার জন্য পণ্য/সেবা সরবরাহকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ে সমানভাবে দায়ী হবেন।" এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক ভ্যাট কর্তন/আদায় করে নির্ধারিত সময়ে জমা প্রদান করা হয়নি। ফলে সাধারণ আদেশের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিশিষ্টে বর্ণিত রাজস্ব আদায় করে বিলম্বে জমাদানের ক্ষেত্রে মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত অর্থ জরিমানা আদায়যোগ্য [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫(১-৩)**]।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮; তারিখঃ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সম্পত্তি শাখা নিরীক্ষা জিজ্ঞাসায় পরিশিষ্ট ২৬ মাসের লীজ/ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা মোংলা সম্পত্তি শাখা হতে যথাসময়ের মধ্যে অর্থ ও হিসাব বিভাগের আয় শাখায় প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে বিলম্বে ভ্যাটের টাকা জমা প্রদানের বিষয়ে অর্থ ও হিসাব বিভাগ থেকে জানা যেতে পারে।

ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদানের নিমিত্ত মবকের অর্থ ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ ও হিসাব বিভাগ ভ্যাটের টাকা চালানের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান করেছে। এ বিষয়ে অর্থ ও হিসাব বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, অর্থ ও হিসাব বিভাগের ২২/০৭/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক আদায়কৃত ভ্যাট সরাসরি প্রতি সপ্তাহে চালানের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। নির্ধারিত সময়ে ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে জমার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব। নির্ধারিত সময়ে ভ্যাটের টাকা জমা না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে AIR হিসেবে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিলম্বে ভ্যাটের টাকা জমাদানের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ২৮.৮৪ একর জমি বেদখল হওয়ায় ২৯,৭১,৩৮,৫২০ (উনত্রিশ কোটি একাত্তর লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উপ-ব্যবস্থাপক সম্পত্তি শাখার ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ২৮.৮৪ একর জমি বেদখল হওয়ায় ২৯,৭১,৩৮,৫২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নথি এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত অবৈধ দখলীকৃত সম্পত্তির হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সেলাবুনিয়া মৌজায় মোংলা পোর্ট পৌরসভা **১১** একর, মোংলা উপজেলা **১**.৭৪ একর, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ৬.**১**০ একর এবং বন্দর সীমানা সংলগ্ন বহিরাগত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক **১**০ একর ভূমি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে কোন প্রকার লীজ বা চুক্তি ব্যতিরেকে সর্বমোট ২৮.৮৪ একর জমি ভোগ দখল করে আসছে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স **১**৯৭৬ এর সেকশন ৯ (এ) অনুযায়ী মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি ও বিকাশ সাধনের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দখলকৃত ২৮.৮৪ একর জমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে দখলমুক্ত না করায় (বাণিজ্যিক জমির বর্তমান বাজারমূল্য সাবরেজিস্ট্রার অফিস, মোংলা কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি শতক ১,০৩,০৩০ টাকা দর হিসেবে) ২৯,৭১,৩৮,৫২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬]**।

অনিয়মের কারণ:

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স **১**৯৭৬ এর সেকশন ৯ (এ) পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সেলাবুনিয়া মৌজায় মোংলা পোর্ট পৌরসভা কর্তৃক বাজার এলাকা ও আবাসিক এলাকার রাস্তার জন্য সর্বমোট **১১** একর জায়গা তাদের নামে রেকর্ড করে। উক্ত রাস্তা সর্বসাধারণ ব্যবহার করে আসছে। ফলে উক্ত জমি লীজ দিয়ে মবকের আয় করার সুযোগ নেই। মবকের **১**.৭ একর জায়গা মোংলা উপজেলা পরিষদ দখল করে আছে। দখলকৃত জায়গা ছেড়ে দেওয়াসহ খাজনা আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। পুরাতন মবকের জায়গায় অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য গত **১**৩/০৫/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে পৌরসভা কর্তৃক বাজার এলাকা ও আবাসিক এলাকার রাস্তার জন্য তাদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে।

এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০৬/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে AIR হিসেবে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দ্রুত অবৈধ দখলদারদের নিকট দখলী জমি নিয়মানুগকরত দখলমুক্ত করে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ____________ ।
১৫/০৫/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ রফিকুল বারী খান
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

(পরিশিষ্টসমূহ)

ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (VTMIS) প্রকল্পের অকার্যকর হাইস্পীড বোট ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	চুক্তিপত্র নং ও চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	চুক্তিমূল্য (টাকা)	চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহের সময়	PSI সম্পাদনের তারিখ	চুক্তিমূল্যের ৫০% পরিশোধের তারিখ ও টাকার পরিমাণ	নৌ কঞ্জারভেন্সী ভান্ডারে সাময়িকভাবে গ্রহণের তারিখ	টেস্ট ট্রায়ালের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	১৮.১৪.০১৫৮.৩১০.০৭.২৩ ৭(১).১৮-১৯ তারিখ ঃ ১৭/০৫/১৮ খ্রিষ্টাব্দ	মেসার্স জাহানারা ট্রেডিং কোম্পানী, ঢাকা	৯,৬২,০০,০০০	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১২ সপ্তাহ বা PSI সম্পাদনের তারিখঃ হতে ১০ সপ্তাহের মধ্যে	২৮/০৬/১৮ খ্রিষ্টাব্দ ও ২১/০৭/১৮ খ্রিষ্টাব্দ	১৪/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ ৪,৮১,০০,০০০	২১/১০/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ	১৯/১২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ	নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত বোটটি অচল অবস্থায় ছিল

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন কমান্ডার মোঃ ফখর উদ্দিন।

বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট মবকের ২০১৮-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত অনাদায়ী পাওনার বিবরণীঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বকেয়ার পরিমাণ (টাকা)
১	পিজিসিবি (৮-আট একর জমি বরাদ্দ)	৯৮,৩১,৪২২
২	বিআইডব্লিউটিসি (১৬০০ বর্গ গজ জমি)	২,৩৭,১৫৯
৩	প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর (৯৬৮ বর্গ গজ)	৩৭,৮৭৫
৪	খাদ্য বিভাগ (৫টি ফ্লাট)	৩৫,৭৪,৬৫০
৫	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্লট নং ২১(২৫ একর জমি)	৫২,৭৮,৯৩০
৬	৩৯৫৫ বর্গ গজ (পূর্ববর্তী বকেয়া ২০১১-১২ পর্যন্ত)	২৭,৬৮,০৮৬
৭	পুরাতন মোংলায় ইমিগ্রেশন অফিস	১৪,৫৮,৭৫৩
৮	মেসার্স এভারগ্রীন এন্টারপ্রাইজ (জায়গা ব্যবহার)	৭,৭৪,৪৮৫
৯	এভারগ্রীন এন্টারপ্রাইজ (বাসা ভাড়া)	১,৭২,২৯৪
১০	বাংলাদেশ পুলিশ	৭৩,৭২,১১৭
	সর্বমোট=	৩,১৫,০৫,৭৭১

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব এম.ডি জিয়াউল হাসান।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট নং-০৩

মোংলা কাস্টমস কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পণ্য নিলামে বিক্রয়লব্ধ অর্থের ওপর মবক এর প্রাপ্য অংশের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ এবং বকেয়া পাওনার হিসাব বিবরণী :

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১.	১/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,০৯ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	২৮,৭২,০০০	১৫%	৪,৩০,৮০০	-	৪,৩০,৮০০
২.	২/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,১২৯ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	১০,০০,০০০	১৫%	১,৫০,০০০	১,১২,০১৯.৬৬	৩৭,৯৮০.৩৪
৩.	৩/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,১২৮ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৬,০০,০০০	১৫%	৯০,০০০	-	৯০,০০০
৪.	৪/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,৩২,৩৪,৩৬ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	১৮,৭৫,০০০	১৫%	২,৮১,২৫০	-	২,৮১,২৫০
৫.	৫/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,১২৬ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	১৫,৫৭,০০০	১৫%	২,৩৩,৫৫০	-	২,৩৩,৫৫০
৬.	৬/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,১১ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৭,২৫,০০০	১৫%	১,০৮,৭৫০	৮৪,৮০১.৭০	২৩,৯৪৮.৩০
৭.	৭/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,১৪৯ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৪,৭৭,৭০০	১৫%	৭১,৬৫৫	-	৭১,৬৫৫
৮.	৮/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,৮১ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৬,৩০,০০০	১৫%	৯৪,৫০০	-	৯৪,৫০০
৯.	৯/১৫ তারিখঃ ১৪/১০/১৫	০২/১৫,৩৩ তারিখঃ২৪/০৬/১৫	৭,০৫,০০০	১৫%	১,০৫,৭৫০	-	১,০৫,৭৫০
১০.	১০/১৫ তারিখঃ ১৫/১২/১৫	০২/১৫,৩৫ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৬,৩৭,৭০০	১৫%	৯৫,৬৫৫	-	৯৫,৬৫৫

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১১.	১৩/১ তারিখঃ১৫/১২ /১৫	০২/১৫ ,২৩৭ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৯ ,৬৪ ,১৬০	২০%	১ ,৯২ ,৮৩২	১ ,৩০ ,৮১৫.২৭	৬২ ,০১৬.৭৩
১২.	১৪/১৫ তারিখঃ ২৪/১২/১৫	৩/১৫ ,১৮৮, তারিখঃ ১৫/০৯/১৫-(বোঝাই কন্টেঃ)	১৭,৫০ ,০০০	২০%	৩ ,৫০ ,০০০	২ ,৬২ ,৫০০.০০	৮৭ ,৫০০
১৩.	১৫/১৫ তারিখঃ ২৪/১২/১৫	০৩/১৫ , ৭৪ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৬ ,২১ ,০০০	১৫%	৯৩ ,১৫০	-	৯৩ ,১৫০
১৪.	১৬/১৫ তারিখঃ ২৪/১২/১৬	০৩/১৫ , ১৪৫ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৬ ,২২ ,০০০	১৫%	৯৩ ,৩০০	-	৯৩ ,৩০০
১৫.	১৭/১৫ তারিখঃ ২৪/১২/১৬	০৩/১৫ , ১৪৮ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৬ ,২১ ,০০০	১৫%	৯৩ ,১৫০	-	৯৩ ,১৫০
১৬.	১৮/১৬ তারিখঃ ১৪/০১/১৬	০৩/১৫ , ৭৬ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৬ ,৩১ ,০০০	১৫%	৯৪ ,৬৫০	-	৯৪ ,৬৫০
১৭.	১৯/১৬ তারিখঃ ১৪/০১/১৬	০৩/১৫ , ১৫১ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৫ ,৩১ ,০০০	১৫%	৭৯ ,৬৫০	-	৭৯ ,৬৫০
১৮.	২০/১৬ তারিখঃ ১৪/০১/১৬	০৩/১৫ , ২৬০ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	২৭,২৭,০০০	২০%	৫ ,৪৫ ,৪০০	-	৫ ,৪৫ ,৪০০
১৯.	২১/১৬ তারিখঃ ১৪/০১/১৬	০৩/১৫ , ১৪৩ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৫ ,৬২ ,০০০	১৫%	৮৪ ,৩০০	-	৮৪ ,৩০০
২০.	২২/১৬ তারিখঃ ১৪/০১/১৬	০৩/১৫ , ১৪৪ তারিখঃ ২৪/০৬/১৫	৫ ,৫৫ ,০০০	১৫%	৮৩ ,২৫০	-	৮৩ ,২৫০
২১.	২৩/১৬ তারিখঃ ২৭/০১/১৬	০৩/১৫ , ১৪১ তারিখঃ ১৫/০৯/১৫	৬ ,৩১ ,০০০	১৫%	৯৪ ,৬৫০	-	৯৪ ,৬৫০
২২.	২৪/১৬ তারিখঃ ২৭/০১/১৬	০৪/১৫ , ১৮ তারিখঃ ১৮/১১/১৫	৬ ,৪৬ ,০০০	১৫%	৯৬ ,৯০০	-	৯৬ ,৯০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
২৩.	২৫/১৬ তারিখঃ২৭/০১/১৬	০৪/১৫, ১৭৮ তারিখঃ ১৮/১১/১৫	৭,৩৩,২০০	১৫%	১,০৯,৯৮০	-	১,০৯,৯৮০
২৪.	২৭/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৪/১৫, ১৫৬ তারিখঃ ১৮/১১/১৫	৯,৯১,৩৭৫	১৫%	১,৪৮,৭০৭	-	১,৪৮,৭০৭
২৫.	২৮/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৪/১৫, ১৩ তারিখঃ ১৮/১১/১৫	৬,৪০,০০০	১৫%	৯৬,০০০	-	৯৬,০০০
২৬.	২৯/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ১০ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৬,৬০,০০০	১৫%	৯৯,০০০	-	৯৯,০০০
২৭.	২৯/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ১২ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৬,৬১,০০০	১৫%	৯৯,১৫০	-	৯৯,১৫০
২৮.	২৯/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ১৩ তারিখঃ ১৮/১১/১৫	৬,৬২,০০০	১৫%	৯৯,৩০০	-	৯৯,৩০০
২৯.	৩০/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ১৭৬ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	১৭,৮০,০০০	১৫%	২,৬৭,০০০	-	২,৬৭,০০০
৩০.	৩১/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ২৩৩ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৫,৫০,০০০	১৫%	৮২,৫০০	-	৮২,৫০০
৩১.	৩১/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ২৩৫ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৫,২৫,০০০	১৫%	৭৮,৭৫০	-	৭৮,৭৫০
৩২.	৩২/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ২৩৪ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৫,৫০,০০০	১৫%	৮২,৫০০	-	৮২,৫০০
৩৩.	৩৩/১৬ তারিখঃ০৩/০৩/১৬	০৫/১৫, ০১ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৫,০০,০০০	১৫%	৭৫,০০০	-	৭৫,০০০
৩৪.	৩৪/১৬ তারিখঃ ০৩/০৩/২০১৬	০৫/১৫, ১১ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৬,৬৫,০০০	১৫%	৯৯,৭৫০	-	৯৯,৭৫০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
৩৫.	৩৫/১৬, তারিখঃ০৩/০৩/২০১৬	০৫/১৫, ৯৭ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	১০,৩৬,০০০	১৫%	১,৫৫,৪০০	-	১,২২,৩০২.৭৫
৩৬.	৩৬/১৬, তারিখঃ ০৩/০৩/২০১৬	০৫/১৫, ১১১ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৫,৮৮,০০০	১৫%	৮৮,২০০	-	৮৮,২০০
৩৭.	৩৭/১৬, তারিখঃ ০৩/০৩/২০১৬	০৪/১৫, ১৭ তারিখঃ ৩০/১১/১৫	৬,৬২,০০০	১৫%	৯৯,৩০০	-	৯৯,৩০০
৩৮.	৪১/১৬ তারিখঃ ১৯/০৪/১৬	০১/১৬,৪৪ তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৬	৬,২৭,০০০	১৫%	৯৪,০৫০	-	৯৪,০৫০
৩৯.	৪২/১৬, তারিখ ঃ ১৯/০৪/১৬	০১/১৬,১৯১ তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৬	৮৫,২৬,০০০	২০%	১৭,০৫,২০০	-	১৭,০৫,২০০
৪০.	৪৩/১৬ তারিখঃ ১৯/০৪/১৬	০২/১৬,৩৮ তারিখঃ ২৪/০২/২০১৬	৮,৮৭,০০০	১৫%	১,৩৩,০৫০	-	১,৩৩,০৫০
৪১.	৪৪/১৬ তারিখঃ ০৯/০৫/১৬	০৩/১৬,৫৬ তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৬	১৫,৬২,০০০	১৫%	২,৩৪,৩০০	-	২,৩৪,৩০০
৪২.	৪৫/১৬ তারিখঃ ০৯/০৫/১৬	০৩/১৬,৫১ তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৬	১৯,৫১,১০১	১৫%	২,৯২,৬৬৬	২,৯২,৬৬৫.১৫	০.৮৫
৪৩.	৪৬/১৬ তারিখঃ ০৯/০৫/১৬	০৩/১৬,২৫ তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৬	১৬,৬২,২৫০	১৫%	২,৪৯,৩৩৮	১,২৫,০৯২.৯০	১,২৪,২৪৫
৪৪.	৫০/১৬ তারিখঃ ০৯/০৫/১৬	০৩/১৬,০৮ তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৬	৯,৫২,০০০	১৫%	১,৪২,৮০০	-	১,৪২,৮০০
৪৫.	৫১/১৬ তারিখঃ ১০/০৮/১৬	০৩/১৬,৮২ তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৬	৪৫,৩০০	১৫%	৬,৭৯৫	-	৬,৭৯৫
৪৬.	৫২/১৬, তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৫/১৬,২৫৭ তারিখঃ ২৫/০৫/২০১৬	১৫,৫০,০০০	২০%	৩,১০,০০০	-	৩,১০,০০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
৪৭.	৫৩/১৬ তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৬/১৬,২০৯ কন্টেননারজাত মাল	১৯,১৯,০০০	২০%	৩,৮৩,৮০০	-	৩,৮৩,৮০০
৪৮.	৫৪/১৬ তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৬/১৬,১০৩ তারিখঃ ২৪/০২/২০১৬	৬,৩৩,০০০	১৫%	৯৪,৯৫০	-	৯৪,৯৫০
৪৯.	৫৫/১৬ তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৬/১৬,২০৬ তারিখঃ ২৮/০৬/২০১৬	২৯,৯৬,০০০	২০%	৫,৯৯,২০০	-	৫,৯৯,২০০
৫০.	৫৬/১৬ তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৬/১৬,২০৮ তারিখঃ ২৮/০৬/২০১৬	২৩,০০,০০০	২০%	৪,৬০,০০০	-	৪,৬০,০০০
৫১.	৫৭/১৬ তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৬/১৬,২০৩ তারিখঃ ২৮/০৬/২০১৬	৩৮,২৬,০০০	২০%	৭,৬৫,২০০	-	৭,৬৫,২০০
৫২.	৫৮/১৬ তারিখঃ ২৫/০৯/১৬	০৬/১৬,২০২ তারিখঃ ২৮/০৬/২০১৬	৬১,১০,০০০	২০%	১২,২২,০০০	-	১২,২২,০০০
৫৩.	৬০/১৭ তারিখঃ ১৩/০৬/১৭	০৭/১৬,৫৫ তারিখঃ ২৭/০৭/২০১৬	৪,৬৫,০০০	২০%	৯৩,০০০	-	৯৩,০০০
৫৪.	৬১/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,১৭ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	১২,৮৮,০০০	১৫%	১,৯৩,২০০	-	১,৯৩,২০০
৫৫.	৬২/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,০১ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৫,৭০,০০০	১৫%	৮৫,৫০০	-	৮৫,৫০০
৫৬.	৬৩/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,২২ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৮,২২,০০০	১৫%	১,২৩,৩০০	-	১,২৩,৩০০
৫৭.	৬৪/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,২৯১ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	২৬,৪৮,০০০	২০%	৫,২৯,৬০০	-	৫,২৯,৬০০
৫৮.	৬৫/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,০৫ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৭,৪০,০০০	১৫%	১,১১,০০০	-	১,১১,০০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
৫৯.	৬৬/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,০৭ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৭,৭৫,০০০	১৫%	১,১৬,২৫০	-	১,১৬,২৫০
৬০.	৬৭/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,২৩ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	১২,৬০,০০০	১৫%	১,৮৯,০০০	-	১,৮৯,০০০
৬১.	৬৮/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,১৩ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৫,১৭,০০০	১৫%	৭৭,৫৫০	-	৭৭,৫৫০.০০
৬২.	৬৯/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭, ০৬ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৭,৭০,০০০	১৫%	১,১৫,৫০০	-	১১৫,৫০০.০০
৬৩.	৭০/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭, তারিখঃ২৫/০৪/২০১৭	১১,১০,০০০	১৫%	১,৬৬,৫০০	-	১,৬৬,৫০০
৬৪.	৭১/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,১৫ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৭,২২,০০০	১৫%	১,০৮,৩০০	-	১,০৮,৩০০
৬৫.	৭২/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	০৩/১৭,০২ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৫,২২,০০০	১৫%	৭৮,৩০০	-	৭৮,৩০০.০০
৬৬.	৭৩/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	৩/১৭, ১২ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৮,২৫,৫০০	১৫%	১,২৩,৮২৫	-	১,২৩,৮২৫
৬৭.	৭৪/১৭ তারিখঃ ০৯/০৭/১৭	৩/১৭, ১০ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	৯,০৫,০০০	১৫%	১,৩৫,৭৫০	-	১,৩৫,৭৫০
৬৮.	৭৫/১৭ তারিখঃ ৩১/০৭/১৭	৩/১৭, ১৯ তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৭	১৮,৮৮,০০০	১৫%	২,৮৩,২০০	-	২,৮৩,২০০
৬৯.	৭৬/১৭ তারিখঃ ৩১/০৭/১৭	৪/১৭, ০১ তারিখঃ ২৪/০৫/২০১৭	৮,৩৮,০০০	১৫%	১,২৫,৭০০	-	১,২৫,৭০০
৭০.	৭৭/১৭ তারিখঃ ৩১/০৭/১৭	৪/১৭, ০২ তারিখঃ ২৪/০৫/২০১৭	৮,৪২,০০০	১৫%	১,২৬,৩০০	-	১,২৬,৩০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
৭১.	৭৮/১৭ তারিখঃ ২৯/০৮/১৭	৫/১৭, ০৩ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	৯,৬৮,০০০	১৫%	১,৪৫,২০০	-	১,৪৫,২০০
৭২.	৭৯/১৭ তারিখঃ২৯/০৮/১৭	৫/১৭, ০২ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	৭,০০,০০০	১৫%	১,০৫,০০০	-	১,০৫,০০০
৭৩.	৮০/১৭ তারিখঃ ২৯/০৮/১৭	৫/১৭, ২৭৯ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	৪০,৫১,০০০	১৫%	৬,০৭,৬৫০	-	৬,০৭,৬৫০
৭৪.	৮১/১৭ তারিখঃ ২৯/০৮/১৭	৫/১৭, ২৮১ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	২৬,৫১,০০০	১৫%	৩,৯৭,৬৫০	-	৩,৯৭,৬৫০
৭৫.	৮২/১৭ তারিখঃ ০৬/১০/১৭	৫/১৭, ০১ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	৮,৫২,০০০	১৫%	১,২৭,৮০০	-	১,২৭,৮০০
৭৬.	৮৩/১৭ তারিখঃ ১৬/১০/১৭	৬/১৭, ২৩৫ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৭	৫৫,০০,০০০	১৫%	৮,২৫,০০০	-	৮,২৫,০০০
৭৭.	৮৪/১৭ তারিখঃ ১৬/১০/১৭	৬/১৭, ২৬১ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৭	৭৫,০০,০০০	২০%	১৫,০০,০০০	১২,৮৬,৮০৮.০০	২,১৩,১৯২
৭৮.	৮৫/১৭ তারিখঃ ১৬/১০/১৭	৬/১৭, ১২৭ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৭	৭,৪০,৩০০	১৫%	১,১১,০৪৫	২৯,০১২.৯০	৮২,০৩২.১০
৭৯.	৮৬/১৭ তারিখঃ ১২/১১/১৭	৬/১৭, ২৩৬ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৭	৪৭,৭২,৫০০	১৫%	৭,১৫,৮৭৫	-	৭,১৫,৮৭৫
৮০.	৮৮/১৭ তারিখঃ ১২/১১/১৭	৭/১৭, ২২১ তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৭	২৪,০০,০০০	২০%	৪,৮০,০০০	-	৪,৮০,০০০
৮১.	৮৯/১৭ তারিখঃ ১২/১১/১৭	৭/১৭, ০৩ তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৭	৬,৯৪,০০০	১৫%	১,০৪,১০০	-	১,০৪,১০০
৮২.	৯০/১৭ তারিখঃ ১২/১১/১৭	৭/১৭, ০১ তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৭	১১,০০,৫০০	১৫%	১,৬৫,০৭৫	-	১,৬৫,০৭৫

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
৮৩.	৯১/১৭ তারিখঃ ১২/১১/১৭	৭/১৭, ০২ তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৭	১০,০০,০০০	১৫%	১,৫০,০০০	-	১,৫০,০০০
৮৪.	৯২/১৭ তারিখঃ ১২/১১/১৭	৫/১৭, ৩০২ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	৩৫,৮৮,৪২১	২০%	৭,১৭,৬৮৫	৭,১৭,৬৮৪.২০	- ০.৮০
৮৫.	৯৩/১৭ তারিখঃ৩০/১১/১৭	৫/১৭, ৩০০ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	৩৩,২৮,০০০	২০%	৬,৬৫,৬০০	-	৬,৬৫,৬০০
৮৬.	৯৪/১৭ তারিখঃ ৩০/১১/১৭	৬/১৭, ২৫৬ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৭	৫০,২৫,১৭৪	২০%	১০,০৫,০৩৫	-	১০,০৫,০৩৫
৮৭.	৯৫/১৭ তারিখঃ ৩০/১১/১৭	৭/১৭, ২২২ তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৭	২১,০৪,৯১৩	২০%	৪,২০,৯৮৩	৪,২০,৯৮২.৫২	- ০.৪৮
৮৮.	৯৭/১৭ তারিখঃ ৩০/১১/১৭	৫/১৭, ৩০১ তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭	১৩,৯২,০০০	২০%	২,৭৮,৪০০	-	২,৭৮,৪০০
৮৯.	৯৮/১৮ তারিখঃ ০১/০১/২০১৮	০৮/১৭, ১১	৬,৯৩,০০০	১৫%	১,০৩,৯৫০	-	১,০৩,৯৫০
৯০.	৯৯/১৮ তারিখঃ ০১/০১/২০১৮	০৭/১৭, ২১৪	২২,৫০,০০০	২০%	৪,৫০,০০০	-	৪,৫০,০০০
৯১.	১০০/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৮	৬/১৭, ২৬৮ তারিখঃ ২১/০১/২০১৮	২৭,০০,০০০	২০%	৫,৪০,০০০	-	৫,৪০,০০০
৯২.	১০১/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১	৯/১৭, ২৪৫ তারিখঃ ২১/০১/২০১৮	৪০,০৪,০০০	২০%	৮,০০,৮০০	-	৮,০০,৮০০
৯৩.	১০২/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৮	৯/১৭, ২৪৭ তারিখঃ ২৫/০১/২০১৮	১,১৮,৫৭৫	২০%	২৩,৭১৫.০০	২২,২১৭.৬৫৭৫	১,৪৯৭.৩৪
৯৪.	১০৩/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৮	৯/১৭, ২৪৪ তারিখঃ ২৯/০১/২০১৮	৪১,৫৫,০০০	২০%	৮,৩১,০০০	-	৮,৩১,০০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
৯৫.	১০৪/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৮	৯/১৭, ২৫৪ তারিখঃ ০৫/০২/২০১৮	৭৩,৯৫,৪০৮	২০%	১৪,৭৯,০৮২	১১,০৯,৩১১.২০	৩,৬৯,৭৭০.৮০
৯৬.	১০৫/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৮	৯/১৭, ২৪৮ তারিখঃ ০৮/০২/২০১৮	২৩,৩৬,১৪০	২০%	৪,৬৭,২২৮	৪,৩৭,৭৩৪.৮২২	২৯,৪৯৩.১৮
৯৭.	১০৬/১৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৮	৯/১৭, ২৫৫ তারিখঃ ০৫/০২/২০১৮	৮০,০৬,৬৮৫	২০%	১৬,০১,৩৩৭	১২,৭৩,৩৬৪.২৪১	৩,২৭,৯৭২.৭৬
৯৮.	১০৭/১৮ তারিখঃ ১৩/০৩/২০১৮	৯/১৭, ২৫১ তারিখঃ ২০/০২/২০১৮	২৯,৮৫,০৯৪	২০%	৫,৯৭,০১৯	৫,৫৯,৩৩২.৬৯০২	৩৭,৬৮৬.৩১
৯৯.	১১০/১৮ তারিখঃ ১৩/০৩/১৮	১০/১৭, ১৩৫ তারিখঃ ২৬/০২/২০১৮	৭৯,২০,০০০	১৫%	১১,৮৮,০০০	-	১১,৮৮,০০০
১০০.	১১৪/১৮ তারিখঃ ১৩/০৩/২০১৮	৯/১৭, ২৫০ তারিখঃ ০১/০৩/২০১৮	৩০,০৫,২৪১	২০%	৬,০১,০৪৮	৫,৬৩,০৭৫.৩২৫৩	৩৭,৯৭৩.৬৭
১০১.	১১৬/১৮, তারিখঃ ১০/০৪/২০১৮	১১/১৭, ১৭৩ তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৮	৩,৫৫,০০০	২০%	৭১,০০০.০০	৫৩,২৫০.০০	১৭,৭৫০.০০
১০২.	১১৮/১৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৮	১১/১৭, ১৭৫ তারিখঃ ০৩/০৫/২০১৮	৬,০৫,০০০	২০%	১,২১,০০০	৯০,৭৫০.০০	৩০,২৫০.০০
১০৩.	১২০/১৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৮	০১/১৭, ১৭৪ তারিখঃ ০৮/০৫/২০১৮	৩,২৫,৫০০	২০%	৬৫,১০০.০০	৪৮,৮২৫.০০	১৬,২৭৫
১০৪.	১২১/১৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৮	০৮/১৭, ২১৯ তারিখঃ ১৪/০৫/২০১৮	১৫,৮৭,০০০	২০%	৩,১৭,৪০০	-	৩,১৭,৪০০
১০৫.	১২২/১৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৮	০১/১৮, ২৩৬ তারিখঃ ১৪/০৫/২০১৮	৮,২২,০০০	২০%	১,৬৪,৪০০	-	১,৬৪,৪০০
১০৬.	১২৩/১৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৮	০৮/১৭, ২২২ তারিখঃ ২২/০৫/২০১৮	১৭,০০,০০০	২০%	৩,৪০,০০০	-	৩,৪০,০০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১০৭.	১২৪/১৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৮	০২/১৮, ৩০১ তারিখঃ ২২/০৫/২০১৮	২,৫২,০০০	২০%	৫০,৪০০.০০	৩৭,৮০০.০০	১২,৬০০
১০৮.	১২৬/১৮ তারিখঃ২৫/০৬/২০১৮	০৮/১৭, ২২০ তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৮	২২,৬৩,৩০০	২০%	৪,৫২,৬৬০	২,৮৬,৮৪৬.৯৯	১,৬৫,৮১৩.০১
১০৯.	১২৮/১৮ তারিখঃ ২৫/০৬/২০১৮	০২/১৮, ১০৮ তারিখঃ ১০/০৬/২০১৮	৪৫,০০,০০০	১৫%	৬,৭৫,০০০	-	৬,৭৫,০০০
১১০.	১২৯/১৮ তারিখঃ ২৫/০৬/২০১৮	০২/১৮, ৩০৫ তারিখঃ ১১/০৬/২০১৮	৬,৩০,০০০	২০%	১,২৬,০০০	-	১,২৬,০০০
১১১.	১৩০/১৮ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৮	০৭/১৭, ২১৬ তারিখঃ ০১/০৭/২০১৮	৭,৬২,৭৪০	২০%	১,৫২,৫৪৮	-	১,৫২,৫৪৮
১১২.	১৩১/১৮ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৮	০২/১৮, ৩০০ তারিখঃ ০২/০৭/২০১৮	৩,৫৩,০০০	২০%	৭০,৬০০.০০	৬৭,৪৪৮.৮০	৩,১৫১.২০
১১৩.	১৩৩/১৮ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৮	০৯/১৭, ২৪৯ তারিখঃ ১০/০৭/২০১৮	২১,১০,০৭০	২০%	৪,২২,০১৪	-	৪,২২,০১৪
১১৪.	১৩৪/১৮ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৮	০৭/১৭, ২১৫ তারিখঃ ১৫/০৭/২০১৮	৭,৯৯,৮০০	২০%	১,৫৯,৯৬০	-	১,৫৯,৯৬০
১১৫.	১৩৫/১৮ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৮	১১/১৭, ৯৬ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৮	৬০,২১,০০০	১৫%	৯,০৩,১৫০	-	৯,০৩,১৫০
১১৬.	১৩৬/১৮ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৮	১১/১৭, ৯৪ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৮	৫৫,০০,০০০	১৫%	৮,২৫,০০০	-	৮,২৫,০০০
১১৭.	১৩৯/১৮ তারিখঃ ২৭/০৮/২০১৮	০৪/১৮, ৩৩৪ তারিখঃ ০৯/০৮/২০১৮	৩১,৮৮,৭২৪	২০%	৬,৩৭,৭৪৫	৬,৩৭,৭৪৪.৮০	০.২০
১১৮.	১৪০/১৮ তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৮	১১/১৭, ৯৭ তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৮	৬৪,১০,০০০	১৫%	৯,৬১,৫০০	-	৯,৬১,৫০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১১৯.	১৪১/১৮ তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৮	১১/১৭, ১৭১ তারিখঃ ০৪/০৯/২০১৮	৬২,৫৭,১৩২	২০%	১২,৫১,৪২৭	-	১২,৫১,৪২৭
১২০.	১৪২/১৮ তারিখঃ ১৮/০৯/২০১৮	০৩/১৭, ১৮ তারিখঃ ১০/০৯/২০১৮	১৩,৮০,০০০	১৫%	২,০৭,০০০	-	২,০৭,০০০
১২১.	১৪৮/১৮ তারিখঃ ০১/১০/২০১৮	০২/১৮, ৩০৩ তারিখঃ ২০/০৯/২০১৮	৩৫,০০,০০০	২০%	৭,০০,০০০	২,৭৮,৪৩০.৮১	৪,২১,৫৬৯.১৯
১২২.	১৫৫/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৬৯ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	৪০,৩২,০০০	২০%	৮,০৬,৪০০	-	৮,০৬,৪০০
১২৩.	১৫৬/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৭১ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	৪৮,২৫,০০০	১৫%	৭,২৩,৭৫০	-	৭,২৩,৭৫০
১২৪.	১৫৭/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৭০ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	২০,৬৩,৪৬০	২০%	৪,১২,৬৯২	-	৪,১২,৬৯২
১২৫.	১৫৮/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৭৩ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	২০,৮৮,০০০	২০%	৪,১৭,৬০০	-	৪,১৭,৬০০
১২৬.	১৫৯/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৭২ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	১৮,৯৩,৭৫০	২০%	৩,৭৮,৭৫০	-	৩,৭৮,৭৫০
১২৭.	১৬০/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৬৮ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	১৮,৯৩,৭৫০	২০%	৩,৭৮,৭৫০	-	৩,৭৮,৭৫০
১২৮.	১৬১/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৭/১৮, ০৩ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮	১৮,৯৩,৭৫০	২০%	৩,৭৮,৭৫০	-	৩,৭৮,৭৫০
১২৯.	১৬২/১৮ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮	০৩/১৮, ৩১৭ তারিখঃ ৩০/১০/২০১৮	২২,৭২,৫০০	২০%	৪,৫৪,৫০০	৮,০৬,৪০০.০০	১,৩৫,৩০০
১৩০.	১৬৩/১৮ তারিখঃ ২৭/১১/২০১৮	০২/১৮, ০১ তারিখঃ ১৫/১১/২০১৮	৩২,৪৮,০০০	১৫%	৪,৮৭,২০০	-	৪,৮৭,২০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১৩১.	১৬৫/১৮ তারিখঃ ২৭/১১/২০১৮	০৭/১৮, ৫৮৮ তারিখঃ ১৮/১১/২০১৮	২৩,০৫,০০০	২০%	৪,৬১,০০০	৪,০৮,১০৮.৯২	৫২,৮৯১.০৮
১৩২.	১৬৬/১৮ তারিখঃ ২৭/১১/২০১৮	০৬/১৮, ৪৬৫ তারিখঃ ১৮/১১/২০১৮	৪,৮২,৫২০	২০%	৯৬,৫০৪	৩,২৩২.৮৮৪	২৪,১২৬
১৩৩.	১৬৭/১৮-১৯ তারিখঃ ১৬/০১/২০১৯	০৬/১৮, ৪৬৪ তারিখঃ ০৫/১২/২০১৮	৪,৮২,৫২০	২০%	৯৬,৫০৪	৭২,৩৭৮.০০	২৪,১২৬
১৩৪.	১৬৮/১৮-১৯ তারিখঃ ১৬/০১/২০১৯	১০/১৭, ১৩০ তারিখঃ ০৫/১২/২০১৮	৬৪,৪২,০০০	১৫%	৯,৬৬,৩০০	-	৯,৬৬,৩০০
১৩৫.	১৬৯/১৮-১৯ তারিখঃ ১৬/০১/২০১৯	০৭/১৮, ৫৮৯ তারিখঃ ১০/১২/২০১৮	৬১,০০,০০০	২০%	১২,২০,০০০	৯,৭৯,২২১.০০	২,৪০,৭৭৯
১৩৬.	১৭০/১৮-১৯ তারিখঃ ১৬/০১/২০১৯	১১/১৭, ১৭০ তারিখঃ ১১/১২/২০১৮	৫০,০০,০০০	২০%	১০,০০,০০০	-	১০,০০,০০০
১৩৭.	১৭১/১৮-১৯ তারিখঃ ১৬/০১/২০১৯	০৬/১৮, ৪৬৬ তারিখঃ ১৮/১২/২০১৮	৪,৮২,৫২০	২০%	৯৬,৫০৪	৭২,৩৭৮.০০	২৪,১২৬
১৩৮.	১৭৫/১৮-১৯ তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৯	০৯/১৮, ৫১ তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৯	৩,৫০,০০০	১৫%	৫২,৫০০	-	৫২,৫০০
১৩৯.	১৭৯/১৮-১৯ তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৯	০১/১৯, ০২ তারিখঃ ২৩/০৪/২০১৯	১,২৮,১৬,০০০	১৫%	১৯,২২,৪০০	-	১৯,২২,৪০০
১৪০.	১৮০/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০৩/১৯, ৬৬৯ তারিখঃ ২৮/০৩/২০১৯	২৩,৫০,০০০	২০%	৪,৭০,০০০	৩,৮৬,৯০৯.০০	৮৩,০৯১
১৪১.	১৮১/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৯, ০৬ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৯	৫,৫৮,০০০	১৫%	৮৩,৭০০	৫৩,৯৪৪.০৯	২৯,৭৫৫.৯১
১৪২.	১৮২/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৯, ৪৭৫ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৯	২৬,৬৪,৮০০	২০%	৫,৩২,৯৬০	-	৫,৩২,৯৬০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১৪৩.	১৮৩/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০৪/১৯, ১০ তারিখঃ ৩০/০৪/২০১৯	১০,৫৮,০০০	১৫%	১,৫৮,৭০০	১,০৮,৭০৫.৯৮	৪৯,৯৯৪.০২
১৪৪.	১৮৪/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৯, ৪৭৬ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৯	২৬,৫৯,৭০০	২০%	৫,৩১,৯৪০	-	৫,৩১,৯৪০
১৪৫.	১৮৫/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৯, ৪৭৭ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৯	৫,২৩,১০০	২০%	১,০৪,৬২০	-	১,০৪,৬২০
১৪৬.	১৮৬/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৯, ৪৮০ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৯	৪,৪০,০০০	২০%	৮৮,০০০.০০	-	৮৮,০০০.০০
১৪৭.	১৮৭/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৯, ০৮ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৯	৬,৮২,০০০	১৫%	১,০২,৩০০	-	১,০২,৩০০
১৪৮.	১৮৮/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৮, ০৬ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৮	৫,৫০,০০০	১৫%	৮২,৫০০	-	৮২,৫০০
১৪৯.	১৮৯/১৮-১৯ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৯	০২/১৮, ০৭ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৮	৫,০০,০০০	১৫%	৭৫,০০০	-	৭৫,০০০
১৫০.	১৯০/১৯-২০ তারিখঃ ২৬/১১/২০১৯	০৬/১৯, ০৯ তারিখঃ -২৭/০৬/২০১৯	৪,৩৩,০০০	১৫%	৬৪,৯৫০	৬৪,৮৫২.৭৬	৯৭.২৪
১৫১.	১৯১/১৯-২০ তারিখঃ ২৬/১১/২০১৯	০৬/১৯, ১৫ তারিখঃ ২৭/০৬/২০১৯	৩,৫০,০০০	১৫%	৫২,৫০০	-	৫২,৫০০
১৫২.	১৯২/১৯-২০ তারিখঃ ২০/০২/২০২০	০৮/১৯, ৯৯	১৩,৯১,৫০০	১৫%	২,০৮,৭২৫	-	২,০৮,৭২৫
১৫৩.	১৯৩/১৯-২০ তারিখঃ ০৮/০৩/২০২০	০৮/১৯, ৪	২৩,৫৫,০০০	১৫%	৩,৫৩,২৫০	-	৩,৫৩,২৫০
১৫৪.	১৯৪/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	১,৮৮,২৫০	-	১,৮৮,২৫০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১৫৫.	১৯৫/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	২,৫৭,২৫০	-	২,৫৭,২৫০
১৫৬.	১৯৬/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	২,৫১,৩৫৫	-	২,৫১,৩৫৫
১৫৭.	১৯৭/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	২,৯২,৫০০	-	২,৯২,৫০০
১৫৮.	১৯৮/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	৩,০১,৫০০	-	৩,০১,৫০০
১৫৯.	১৯৯/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	৫,০২,৮০০	-	৫,০২,৮০০
১৬০.	২০০/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	১,৩৭,২৫০	-	১,৩৭,২৫০
১৬১.	২০১/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	২,৩৪,০০০	-	২,৩৪,০০০
১৬২.	২০২/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	৫৪,৪৫০.০০	-	৫৪,৪৫০.০০
১৬৩.	২০৩/১৯-২০ তারিখঃ ১৮/১১/২০২০	-	-	-	২,০৭,০০০	-	২,০৭,০০০
১৬৪.	২০৪/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১৮,৫৬,৫৫০	-	১৮,৫৬,৫৫০
১৬৫.	২০৫/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৬,৬৯,৩০০	-	৬,৬৯,৩০০
১৬৬.	২০৬/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৬৯,০০০.০০	-	৬৯,০০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১৬৭.	২০৭/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,৮৩,৭৫০	-	১,৮৩,৭৫০
১৬৮.	২০৮/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,৩১,৫৫০	-	১,৩১,৫৫০
১৬৯.	২০৯/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,০৯,৮০০	-	১,০৯,৮০০
১৭০.	২১০/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	২,৩৬,৪০০	-	২,৩৬,৪০০
১৭১.	২১১/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,৫৮,৭০০	-	১,৫৮,৭০০
১৭২.	২১২/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৬৮,২৫০.০০	-	৬৮,২৫০
১৭৩.	২১৩/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,২১,৫০০	-	১,২১,৫০০
১৭৪.	২১৪/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	২,২৯,৫০০	-	২,২৯,৫০০
১৭৫.	২১৫/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১৮,৬৭,০০০	-	১৮,৬৭,০০০
১৭৬.	২১৬/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	২,৮৭,২৫০	-	২,৮৭,২৫০
১৭৭.	২১৭/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,৮৩,০০০	-	১,৮৩,০০০
১৭৮.	২১৮/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১,৫৭,৫০০	-	১,৫৭,৫০০

ক্রমিক নং	দাবীকৃত বিল নং ও তাং-	নিলাম সেল নং, লট নং ও তাং-	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্যের হার	দাবীকৃত টাকা	বন্দরকে পরিশোধিত টাকা	বন্দরকে কম পরিশোধিত টাকা
১৭৯.	২১৯/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৮৩,৭০০	-	৮৩,৭০০
১৮০.	২২০/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৪,৪৬,৪০০	-	৪,৪৬,৪০০
১৮১.	২২১/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১৬,৭৮,২০০	-	১৬,৭৮,২০০
১৮২.	২২২/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৫,১৭,৬০০	-	৫,১৭,৬০০
১৮৩.	২২৩/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৪,৭০,৪০০	-	৪,৭০,৪০০
১৮৪.	২২৪/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	১৮,২০,১০০	-	১৮,২০,১০০
১৮৫.	২২৫/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	২,৮৩,৬৩৮.৬৬	-	২,৮৩,৬৩৮.৬৬
১৮৬.	২২৬/১৯-২০ তারিখঃ ২৮/১২/২০২০	-	-	-	৯৪,৮০০	-	৯৪,৮০০
মোট=	**১৮৬ টি**				**৯,১৭,৫৫,৪৪৩.৬৬**		**৫,৪৫,১৮,৯৩১**

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব মোস্তফা কামাল, পরিচালক, ট্রাফিক বিভাগ।

সামারি

ক্রমিক নং	বিবরণ	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের নিকট ভ্যাটের পরিমাণ	৮,৪৩,২৫০	৪(১)
২.	রুজভেল্ট জেটি খুলনা অফিসের নিকট ভ্যাটের পরিমাণ	৯৮,৭১১	৪(২)
৩.	হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগের নিকট ভ্যাটের পরিমাণ	২১,৩৫,২১৬	৪(৩)
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ) কার্যালয়ের নিকট ভ্যাট ও জরিমানার পরিমাণ	৩,৫৪,৬৬৪	৪(৪)
৫.	রুজভেল্ট জেটি খুলনা অফিসের নিকট ভ্যাটের পরিমাণ	৭৫,৩৬৭	৪(৫)
	মোট=	৩৫,০৭,২০৮	

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব এম.ডি জিয়াউল হাসান, উপব্যবস্থাপক, সম্পত্তি শাখা, জনাব মোস্তফা কামাল, পরিচালক, ট্রাফিক বিভাগ, হারবার মাস্টার জনাব কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দিন, হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ, কমান্ডার এএফএম জাহিদুর রহমান, মেরিন বিভাগ।

সম্পত্তি শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর নিকট হতে বরাদ্দকৃত জমির ভাড়ার ওপর ভ্যাটের টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	আদায়যোগ্য মোট টাকার পরিমাণ	ভাড়া (আসল) টাকা	সুদ (টাকা)	আদায়যোগ্য ভ্যাট টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২০১৮-১৯	৩,৫১,৩৮৪ (পূর্ববর্তী বছরের জের অনুযায়ী)	-	-	২,৬৩,৫৩৮	আয়কর বাবদ ৮৭,৮৪৬ টাকা বাদ দিয়ে ভ্যাট নির্ধারণ করা হয়েছে।
২	২০১৯-২০	২৬,০৮,৭০১	১৯,৩২,৩৭০	২,৮৯,৮৫৬ (১৫%)	২,৮৯,৮৫৬	আয়করের টাকা জমার প্রমাণক পাওয়া যায় নাই।
৩	২০২০-২১	২৩,১৮,৮৪৫	১৯,৩২,৩৭০	-	২,৮৯,৮৫৬	আয়করের টাকা জমার প্রমাণক পাওয়া যায় নাই।
				মোট=	৮,৪৩,২৫০	

অনুচ্ছেদ নং-০৪

পরিশিষ্ট নং-০৪(২)

রুজভেল্ট জেটি খুলনা অফিসে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্দিং চার্জ আদায়ের ওপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক	অফিসের নাম ও আয়ের খাত	মাসের নাম	আয়ের পরিমাণ (টাকা)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট/আদায়যোগ্য ভ্যাট (১৫%) (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	রুজভেল্ট জেটি খুলনা অফিস (বার্দিং চার্জ)	জুলাই /২০১৮	২৩,৩৩৯	৩,৫০০	মোংলা ট্রাফিক বিভাগে বার্দিং চার্জের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হচ্ছে অথচ রুজভেল্ট জেটি খুলনা অফিস বার্দিং চার্জ কর্তন করা হচ্ছে না।
২		আগস্ট /২০১৮	২৪,৩০০	৩,৬৪৫	
৩		সেপ্টেম্বর /২০১৮	৩৩,০৮০	৪,৯৬২	
৪		অক্টোবর /২০১৮	৩৭,০৪০	৫,৫৫৬	
৫		নভেম্বর/২০১৮	৩৬,৩২০	৫,৪৪৮	
৬		ডিসেম্বর/২০১৮	৩৫,৭০০	৫,৩৫৫	
৭		জানুয়ারি/২০১৯	৫৩,৩৬০	৮,০০৪	
৮		ফেব্রুয়ারি/২০১৯	২২,৬৪০	৩,৩৯৬	
৯		মার্চ/২০১৯	১৬,০০০	২,৪০০	
১০		এপ্রিল/২০১৯	২৩,১৪০	৩,৪৭১	
১১		মে/২০১৯	৪০,৪২০	৬,০৬৩	
১২		জুন/২০১৯	১৯,৯০০	২,৯৮৫	
১৩		জুলাই /২০১৯	১৩,৬৬০	২,০৪৯	
১৪		আগস্ট /২০১৯	১৩,৩৬০	২,,০০৪	
১৫		সেপ্টেম্বর /২০১৯	৪৬,২১৪	৬,৯৩২	
১৬		অক্টোবর /২০১৯	৫৩,৯৩৬	৮,০৯০	
১৭		নভেম্বর/২০১৯	২০,০৩৬	৩০০৫	
১৮		ডিসেম্বর/২০১৯	২০,১২৮	৩,০১৯	
১৯		জানুয়ারি/২০২০	২০,১২৮	৩,০১৯	
২০		ফেব্রুয়ারি/২০২০	২২,৮৩২	৩,৪২৪	
২১		মার্চ/২০২০	১২,৪৬০	১,৮৬৯	
২২		এপ্রিল/২০২০	১৭,৯২০	২,৬৮৮	
২৩		মে/২০২০	২৪,৪৪০	৩,৬৬৬	
২৪		জুন/২০২০	২৭,৭৪০	৪,১৬১	
			মোট=	**৯৮,৭১১**	

অনুচ্ছেদ নং-০৪

পরিশিষ্ট-০৪(৩)

হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগে ২০১৮-২০২০ অর্থবছরে পোর্ট ডিউজ, সংরক্ষণ চার্জ ও লাইসেন্স ফি হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	পোর্ট ডিউজ, সংরক্ষণ চার্জ ও লাইসেন্স ফি আদায়ের মাস	আদায়কৃত টাকা	আদায়যোগ্য ভ্যাটের হার	আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জুলাই /২০১৮	৪,৫৭,৯৪৭	১৫%	৬৮,৬৯২	২০১৮-২০ অর্থবছরে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ২০২১ সাল হতে ভ্যাট কর্তন করা হচ্ছে।
২	আগস্ট /২০১৮	২,৭৬,৪১৪	১৫%	৪১,৪৬২	
৩	সেপ্টেম্বর /২০১৮	৪,৪৯,৬৯৯	১৫%	৬৭,৪৫৫	
৪	অক্টোবর /২০১৮	৪,৫৯,২৯১	১৫%	৬৮,৮৯৪	
৫	নভেম্বর/২০১৮	৪,৩১৬৪০	১৫%	৬৪,৭৪৬	
৬	ডিসেম্বর/২০১৮	৮,৪৬,৭৮৭	১৫%	১,২৭,০১৮	
৭	জানুয়ারি/২০১৯	২২,৮৫,৩৭৮	১৫%	৩,৪২,৮০৬	
৮	ফেব্রুয়ারি/২০১৯	৫,৮৪,১৮৩	১৫%	৮৭,৬২৭	
৯	মার্চ/২০১৯	৫,৯৮,৭০১	১৫%	৮৯,৮০৫	
১০	এপ্রিল/২০১৯	৫,৯৬,৩৯৯	১৫%	৮৯,৪৬০	
১১	মে/২০১৯	১,৫৬,৫৯০	১৫%	২৩,৪৮৮	
১২	জুন/২০১৯	৩,২৪,৩৫৩	১৫%	৪৮,৬৫৩	
১৩	জুলাই /২০১৯	৫,১১,০৩৫	১৫%	৭৬,৬৫৫	
১৪	আগস্ট /২০১৯	১,৯৮,৪৪২	১৫%	২৯,৭৬৬	
১৫	সেপ্টেম্বর /২০১৯	৩,৮৭,০৩৫	১৫%	৫৮,০৫৫	
১৬	অক্টোবর /২০১৯	৫,০৫,৬২৭	১৫%	৭৫,৮৪৪	
১৭	নভেম্বর/২০১৯	৩,১৬,৭৪৩	১৫%	৪৭,৫১১	
১৮	ডিসেম্বর/২০১৯	৭,৬৯,২৪৮	১৫%	১,১৫,৩৮৭	
১৯	জানুয়ারি/২০২০	২২,৪৪,৪২৩	১৫%	৩,৩৬,৬৬৩	
২০	ফেব্রুয়ারি/২০২০	৭,৬৫,৭৬৩	১৫%	১,১৪,৮৬৪	
২১	মার্চ/২০২০	৭,৫৩,৬২৫	১৫%	১,১৩,০৪৩	
২২	এপ্রিল/২০২০	১৩,৫৫৩	১৫%	২০৩২	
২৩	মে/২০২০	৭৭,৭৪৯	১৫%	১১,৬৬২	
২৪	জুন/২০২০	২,২৪,১৮৮	১৫%	৩৩,৬২৮	
			মোট =	২১,৩৫,২১৬	

নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ) কার্যালয়ে জলযান এম এল ঝিনুক ও এম এল চালনা পাইলট-১

এর নিলাম বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট ও জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	নিলামে প্রাপ্ত ঠিকাদারের নাম	নিলামকৃত জলযানের হস্তান্তরের তারিখ	নিলাম মূল্য (টাকা)	সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য ভ্যাট ১০% হিসাবে	বিলম্ব জরিমানা (মাসিক ২%)	জরিমানাসহ চালানে জমাযোগ্য টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	জলযান এম এল চালনা পাইলট-১ নথি নং ১৮.১৪.০১৫৮.৩৩২.৩৪.১৮৯ পি ৮.২০১৭	মের্সাস শাফির এন্টারপ্রাইজ	১৩/১১/২০১৯	১৩,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩৩	১৮৬৬৬ (৭ মাসের জরিমানা হিসাবে)	১,৫১,৯৯৯	জুন/২০ পর্যন্ত চালানে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
২	জলযান এম এল ঝিনুক নথি নং ১৮.১৪.০১৫৮.৩৩২.৩৪.১৮৯ পি ৮.২০১৭	মের্সাস সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	১৩/১১/২০১৯	১৭,৭৭,৭৭৭	১,৭৭,৭৭৭	২৪৮৮৮ (৭ মাসের জরিমানা হিসাবে)	২,০২,৬৬৫	জুন/২০ পর্যন্ত চালানে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
						মোট	৩,৫৪,৬৬৪	

অনুচ্ছেদ নং-০৪
পরিশিষ্ট নং-০৪(৫)

রুজভেল্ট জেটি খুলনা অফিসে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অবতরণ মাশুল (খাদ্য বিভাগের) হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	মাসের নাম	আয়ের পরিমাণ টাকা	ভ্যাটের হার	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	অবতরণ মাশুল (খাদ্য বিভাগ)	জুলাই /২০১৮	৭,৭৪৮	১৫%	১,১৬২
২		আগস্ট /২০১৮	৪,৫০৫	১৫%	৬৭৫
৩		সেপ্টেম্বর /২০১৮	১০,৭০২	১৫%	১,৬০৫
৪		অক্টোবর /২০১৮	৫,৩৮২	১৫%	৮০৭
৫		নভেম্বর/২০১৮	২৪,০২৮	১৫%	৬০৪
৬		ডিসেম্বর/২০১৮	-	-	-
৭		জানুয়ারি/২০১৯	২৩,৫৮৫	১৫%	৩,৫৩৭
৮		ফেব্রুয়ারি/২০১৯	-	-	-
৯		মার্চ/২০১৯	৫,৪৪১	১৫%	৮১৬
১০		এপ্রিল/২০১৯	৬,৬৬২	১৫%	৯৯৯
১১		মে/২০১৯	২০,৫৪৩	১৫%	৩,০৮১
১২		জুন/২০১৯	৩২,০৩৯	১৫%	৪,৮০৫
১৩		জুলাই /২০১৯	২৯,২৮৯	১৫%	৪,৩৯৩
১৪		আগস্ট /২০১৯	২,৬৩৪	১৫%	৩৯৫
১৫		সেপ্টেম্বর /২০১৯	৫৮,৪০৫	১৫%	৮,৭৬০
১৬		অক্টোবর /২০১৯	৪০,৩৮০	১৫%	৬,০৫৭
১৭		নভেম্বর/২০১৯	-	-	-
১৮		ডিসেম্বর/২০১৯	৬১,০৩৯	১৫%	৯,১৫৫
১৯		জানুয়ারি/২০২০	৩০,৮৮৮	১৫%	৪,৬৩৩
২০		ফেব্রুয়ারি/২০২০	১,২০,১৯০	১৫%	১৮,০২৮
২১		মার্চ/২০২০	-	-	-
২২		এপ্রিল/২০২০	-	-	-
২৩		মে/২০২০	৫,৩৯৪	১৫%	৮০৯
২৪		জুন/২০২০	১৩,৬৪১	১৫%	২,০৪৬
				মোট=	৭৫,৩৬৭

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব এম.ডি জিয়াউল হাসান, উপব্যবস্থাপক, সম্পত্তি শাখা, জনাব মোস্তফা কামাল, পরিচালক, ট্রাফিক বিভাগ, হারবার মাস্টার জনাব কমান্ডার শেখ ফখর উদ্দিন, হারবার এন্ড কঞ্জারভেন্সী বিভাগ, কমান্ডার এএফএম জাহিদুর রহমান, মেরিন বিভাগ।

অনুচ্ছেদ নং-০৫
পরিশিষ্ট নং-০৫

সামারি

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নং
১.	সম্পত্তি শাখায় লীজ/ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার পরিমাণ	৩,৬৯,৪৪৪	৫(১)
২.	ট্রাফিক বিভাগে আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার পরিমাণ	২৯,০৪,৪৯৬	৫(২)
মোট=		৩২,৭৩,৯৪০	

অনুচ্ছেদ নং-০৫
পরিশিষ্ট নং-০৫(১)

২০১৮-২০ অর্থবছরে সম্পত্তি শাখায় লীজ/ভাড়ার উপর আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায় আদায়যোগ্য জরিমানার বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	যে খাত হতে ভ্যাট আদায় করা হয়েছে	যে মাসে আদায় করা হয়েছে	আদায়কৃত ভ্যাটের টাকার পরিমাণ	যে তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে	বিলম্বিত সময়	জরিমানার হার	আদায়যোগ্য জরিমানা টাকা
১.	সম্পত্তি শাখায় ভাড়ার লীজ/ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায়	মে/২০১৮	৪,০৩৬৪৮	২৭/৯/২০১৮	৪ মাস	২%	৩২,২৯১
২.		জুন/২০১৮	৪৭,০৪৩	২৭/৯/২০১৮	৩ মাস	২%	২,৮২২
৩.		জুলাই/২০১৮	১৪,৮৪৪৯	২৭/৯/২০১৮	২ মাস	২%	৫,৯৩৮
৪.		আগষ্ট/২০১৮	৫৬,৮২২	৩০/১০/২০১৮	২ মাস	২%	২,২৭২
৫.		সেপ্টেম্বর/২০১৮	১,৫২,৮০৮	৩০/১০/২০১৮	১ মাস	২%	৩,০৫৬
৬.		অক্টোবর/২০১৮	২,৬১,২৮৮	২৩/১/২০১৯	৩ মাস	২%	১৫,৬৭৭
৭.		নভেম্বর/২০১৮	৩,৯৪,১১১	২৩/১/২০১৯	২ মাস	২%	১৫,৭৬৪
৮.		ডিসেম্বর/২০১৮	৫৫,৭৭৮	২৩/১/২০১৯	১ মাস	২%	১,১১৫
৯.		জানুয়ারি/২০১৯	৩২,৮৪০৩৭	৩/৩/২০১৯	২ মাস	২%	১,৩১,৩৬১
১০.		ফেব্রুয়ারি/২০১৯	৮২,২৬৪	২৮/৩/২০১৯	১.৫ মাস	২%	২,৪৬৪
১১.		মার্চ/২০১৯	৪৯,৩৫৩	২৫/৬/২০১৯	৩মাস	২%	২,৯৬১
১২.		এপ্রিল/২০১৯	৫১,২০৭	২৫/৬/২০১৯	২ মাস	২%	২,০৪৮
১৩.		মে/২০১৯	৯৮,৪৭৫	২৫/৬/২০১৯	১.৫ মাস	২%	২,৯৫৪
১৪.		জুন/২০১৯	১,৯৩,৭৯৮	২৪/৭/২০১৯	১ মাস	২%	৩,৮৭৬
১৫.		জুলাই/২০১৯	১৭,৩১,৯৮০	২৯/৮/২০১৯	১ মাস	২%	৩৪,৬৩৯
১৬.		আগষ্ট/২০১৯	৮৩,৯৯৩	১৬/১০/২০১৯	২ মাস	২%	৩,৩৬০
১৭.		সেপ্টেম্বর/২০১৯	১,৮২,০৬২	১৭/১১/২০১৯	২ মাস	২%	৭,২৮২
১৮.		অক্টোবর/২০১৯	৫,০৪,৬১৭	২৪/১২/২০১৯	২ মাস	২%	২০,১৮৪
১৯.		নভেম্বর/২০১৯	৩,০৫৮১৯	২৪/১২/২০১৯	১.৫ মাস	২%	৯,১৭৪
২০.		ডিসেম্বর/২০১৯	১১,৪২,৩৫৩	১৫/১/২০২০	১ মাস	২%	২২,৮৪৭
২১.		জানুয়ারি/২০২০	৪,৫৮,০১৪	২০/২/২০২০	১.৫ মাস	২%	১৩,৭৪০
২২.		ফেব্রুয়ারি/২০২০	১,৮২,২৩১	১৯/৩/২০২০	১ মাস	২%	৩,৬৪৫
২৩.		মার্চ/২০২০	২,৬০,২৯৬	১৭/৫/২০২০	২ মাস	২%	১০,৪১১
২৪.		এপ্রিল/২০২০	১,০৮৯৮২	১৭/৫/২০২০	১ মাস	২%	২,১৭৯
২৫.		মে/২০২০	১,৯০,৬৬৯	১৯/৭/২০২০	২ মাস	২%	৭,৬২৬
২৬.		জুন/২০২০	৪,৮৭,৪১২	১৯/৭/২০২০	১ মাস	২%	৯,৭৪৮
						মোট=	৩,৬৯,৪৪৪

অনুচ্ছেদ নং-০৫

পরিশিষ্ট নং-০৫(২)

২০১৮-২০২০ অর্থবছরে ট্রাফিক বিভাগে আদায়কৃত ভ্যাটের টাকা বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায় আদায়যোগ্য জরিমানার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বিভাগের নামসহ বিবরণ	আয়ের মাস	ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	সরকারি কোষাগারে জমার তারিখ	বিলম্বিত সময়	জরিমানার হার	আদায়যোগ্য জরিমানা টাকা
১.	ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক পণ্যগারে ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায়	জুলাই/২০১৮	৮৫,৭৩,৯৭৯.০০	২৯/৮/২০১৮	১ মাস	২%	১,৭১,৪৭৯
২.		আগস্ট/২০১৮	৭৪,২২,৯৪৭.০০	৩০/৯/২০১৮	১ মাস	২%	১,৪৮,৪৫৮
৩.		সেপ্টেম্বর/২০১৮	৭৬,৮৩,১৮৩.০০	৩০/১০/২০১৮	১ মাস	২%	১,৫৩,৬৬৩
৪.		অক্টোবর/২০১৮	৮৭,৪০,৬৩৬.০০	২৭/১১/২০১৮	১ মাস	২%	১,৭৪,৮১২
৫.		নভেম্বর/২০১৮	৯২,২৫,৭০৮.০০	২৩/১২/২০১৮	১ মাস	২%	১,৮৪,৫১৪
৬.		ডিসেম্বর/২০১৮	৮৭,১৮,১৭৩.০০	২০/১/২০১৯	১ মাস	২%	১,৭৪,৩৬৩
৭.		জানুয়ারি/২০১৯	৮৫,৪৫,৮২৬.০০	৩/৩/২০১৯	১ মাস	২%	১,৭০,৯১৬
৮.		ফেব্রুয়ারি/২০১৯	৬৬,০৩,৩৪১.০০	২৭/৩/২০১৯	১ মাস	২%	১,৩২,০৬৬
৯.		মার্চ/২০১৯	৮৪,৩০,২৩২.০০	২৯/৪/২০১৯	১ মাস	২%	১,৬৮,৬০৪
১০.		এপ্রিল/২০১৯	৭৮,৩৮,৪৭৭.০০	২৬/৫/২০১৯	১ মাস	২%	১,৫৬,৭৬৯
১১.		মে/২০১৯	৮৬,৯০,৫০৭.০০	২৬/৫/২০১৯	১ মাস	২%	১,৭৩,৮১০
১২.		জুন/২০১৯	৭৬,৪৭,৫৬৩.০০	৪/৮/২০১৯	১ মাস	২%	১,৫২,৯৫১
১৩.		জুলাই/২০১৯	১,১৬,৪৪,৯১৮.০০	২২/৮/২০১৯	১ মাস	২%	২,৩২,৮৯৮
১৪.		আগস্ট/২০১৯	৮৪,৮৬,৮৫৫.০০	১৭/৯/২০১৯	-	-	--
১৫.		সেপ্টেম্বর/২০১৯	৯২,০৬,৫২৮.০০	২৪/১০/২০১৯	১ মাস	-	১,৮৪,১৩০
১৬.		অক্টোবর/২০১৯	১,০৭,০৩,৮৭৯.০০	১৭/১১/২০১৯	-	-	--
১৭.		নভেম্বর/২০১৯	১,০৭,৫৪,৪৭৩.০০	১৫/১২/২০১৯	-	-	--
১৮.		ডিসেম্বর/২০১৯	১,১১,০৪,৫৮৫.০০	১২/১/২০২০	-	-	--
১৯.		জানুয়ারি/২০২০	১,৪৬,৪৪,০৬৫.০০	২০/২/২০২০	-	-	--
২০.		ফেব্রুয়ারি/২০২০	৮০,১৭,১৪০.০০	২২/৩/২০২০	১ মাস	২%	১,৬০,৩৪২
২১.		মার্চ/২০২০	১,০০,৬৭,৮১১.০০	২৭/৪/২০২০	১ মাস	২%	২,০১,৩৫৬
২২.		এপ্রিল/২০২০	৩৫,৩১,৬৯৪.০০	২৮/৫/২০২০	১ মাস	২%	৭০,৬৩৩
২৩.		মে/২০২০	৪৬,৩৬,৬৪৮.০০	২২/৬/২০২০	১ মাস	২%	৯২,৭৩২
২৪.		জুন/২০২০	১,০৬,২১,৫৪১.০০	১৬/৭/২০২০	-	-	--
						মোট=	২৯,০৪,৪৯৬

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব এম.ডি জিয়াউল হাসান, উপব্যবস্থাপক, সম্পত্তি শাখা।

অনুচ্ছেদ নং-০৬
পরিশিষ্ট নং-০৬

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ২৮.৮৪ একর জমি বেদখল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	জমির বিবরণ	জমির পরিমাণ	পৌর এলাকার জমির একর প্রতি মূল্য (টাকা)	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	(৩×৪) ৫	৬
১	বন্দর সীমানা সংলগ্ন বহিরাগত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অবৈধ দখলীয় জমির পরিমাণ	১০ একর	১,০৩,০৩০ × ২,৮৮৪	২৯,৭১,৩৮,৫২০	অবৈধ দখলীয় ২৮.৮৪ একর বাণিজ্যিক জমির বর্তমান বাজারমূল্য সাবরেজিস্ট্রার অফিস, মোংলা কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি শতক ১,০৩,০৩০ টাকা দর হিসেবে ২৯,৭১,৩৮৫২০ টাকা।
২	অবৈধ দখলীয় জমির বিবরণ- (ক) মোংলা পোর্ট পৌরসভা	১১ একর			
৩	(খ) মোংলা উপজেলা	১.৭৪ একর			
৪	(গ) বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গ	৬.১০ একর			
	মোট=	২৮.৮৪ একর বা ২৮৮৪ শতক (১ একর= ১০০ শতক বা শতাংশ)			

- নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিলেন জনাব এম.ডি জিয়াউল হাসান, উপব্যবস্থাপক, সম্পত্তি শাখা।

তারিখঃ ________ বঙ্গাব্দ।
২৬/০৫/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ রফিকুল বারী খান
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০২২-২৩/২৪১৫(এ-৯)/৭০০ বই, ২০২২ খ্রিঃ।